SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
Vol. 1, Issue-2, (Apr-Jun) 2025

সময় ভুললেও সাহিত্যে অমলিন: আলোর অপেক্ষায় একটি নাম — বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার

Avijit Mandal
Research Scholar, Dept. o Literature
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati
Email: avijitmandal2402@gmail.com

Abstract: সপ্তদশ শতকের বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু কিছু নাম ইতিহাসের ধুলোয় প্রায় বিলীন হলেও, তাদের কৃতিত্ব চিরকালীন। তেমনই এক বিস্মৃতপ্রায় অথচ ব্যতিক্রমী প্রতিভার নাম—মহাকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার —যার সাহিত্যসৃষ্টি সমসাময়িক সমাজে গভীর ছাপ ফেললেও ইতিহাসের মূলধারায় তার পরিচয় ক্রমশ ক্ষীণ হয়েছে। তিনি শুধু কবি ছিলেন না; ছিলেন এক জ্যোতিষ্কপ্রতিম পণ্ডিত—সভাসদ, যার সাধনার দীপ্তি ছড়িয়ে ছিল সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তৃত আকাশজুড়ে। বাংলার নবজাগরণের পূর্বভাগে যাঁরা আলোকপ্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, বাণেশ্বর ছিলেন সেই ঋত্বিকদের অন্যতম। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামের সুখ্যাত শোভাকর বংশে জন্ম। পিতা রামদেব তর্কবাগীশ, পিতামহ বিষ্ণু সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য এবং পূর্বপুরুষগণ সকলেই ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, কাব্যপ্রিয় ও ন্যায়জ্ঞ। বাল্যকাল থেকেই বাণেশ্বর অসাধারণ মেধা ও ঈশ্বরভাবনায় পরিপূর্ণ ছিলেন। তার জ্ঞানার্জনের পথ ছিল ধ্রুপদী, পিতার নিকট শিক্ষালাভ, স্বপ্নদৃষ্ট ধর্মীয় দীক্ষা এবং তপস্যাজনিত সিদ্ধির মাধ্যমে পাণ্ডিত্য অর্জন। তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সীমিত। কিংবদন্তি অনুসারে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বর্ধমান রাজ চিত্রসেন এবং কলকাতার নবকৃষ্ণদেবের রাজসভায় শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাদৃত ছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে "চিত্রচম্পূ", "বিবাদার্ণবসেতু", "রহস্যামৃত", "চন্দ্রাভিষেক", "দেবীস্তোত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাণেশ্বরের কাব্যরীতি অলংকারময়, ভাবপ্রবণ এবং ছন্দ - ভাষার সৌন্দর্যে ভাস্বর।

Keywords: বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শোভাকর বংশ, সাহিত্য ও শিক্ষা, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ধর্মীয় স্তোত্র রচনা।

ভূমিকা—

সেই ধন্য নরকূলে, যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালি হৃদয়ের মণিকোঠায় জাগ্রত, যার স্মৃতি সর্বদা কণ্ঠে উচ্চারিত, মর্মে সংরক্ষিত, কর্মে কৌশলে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অনির্বচনীয় অবদান রেখে গেছেন—তিনি মহাকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙালি জীবনে যে নবজাগরণের অমোঘ জোয়ার বয়ে গিয়েছিল—যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, কর্মে উদ্যম, চিন্তায় মুক্তি, আর ধর্মবোধে নবোদ্দীপনার অগ্নিশিখা সমগ্র দেশকে আন্দোলিত করেছিল—সেই মহাযজ্ঞের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক ছিলেন শ্রী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। সাহিত্যাঙ্গনে, তাঁর নাম আজও উচ্চারিত হয় গভীর সম্ভ্রম ও শাশ্বত শ্রদ্ধার সঙ্গে।

যার কোমল কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়ে বিগলিত করুণা ধারার মতো শুষ্ক প্রাণ, তৃষিত মানুষকে দিয়েছিল অনন্ত তৃপ্তি ও শান্তির সন্ধান, নবমানবতাবাদের সাধনা ছিল যার মহৎ জীবনব্রত, এক যুগ সন্ধিক্ষণে অন্ধ তামসিকতার আবরণ ভেদ করে যার উদার অভ্যুদয়, তিনি হলেন শ্রী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। দূরের আকাশে যেমন নবীন প্রভাতের সূচনা হয়, নতুন আলোর কোমল বার্তায় যেমন প্রকৃতি প্রাণময় হয়ে উঠে, ভোরের পাখির সুমধুর কলকাকলিতে যেমন দিগন্ত মুখরিত হয়—তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যে নবোদয়ের এক দীপশিখা হয়ে উজ্জ্বল হলেন মহাকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

জন্মপরিচয়—

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল সংস্কৃত সাহিত্য। এই সাহিত্যভাণ্ডার নির্মাণে বহু মনীষীর অবদান থাকলেও, কালের অতলে তাঁদের অনেকেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন। এমনই এক বিশিষ্ট, অথচ বিস্মৃতপ্রায় কবি হলেন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্ব ও চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণ একদিকে যেমন সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নের দ্বার খুলে দেয়, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারের গভীরতা ও বৈচিত্র্যও প্রকাশ করে।

1665 সাল। ব্রাহ্ম মুহূর্ত। হুগলি জেলার কালনার দক্ষিণে গঙ্গা নদীর সংলগ্ন গুপ্তিপাড়া গ্রাম। আধুনিক ভারতের নব তীর্থভূমি। মধুময় প্রকৃতি। ছায়া সুনিবিড় শান্তপল্লী। বাংলার শ্যামল স্নিগ্ধ নরম মাটিতে ভূমিষ্ঠ হলেন ভবিষ্যৎ ভারতের প্রেমঘন মূর্তি মহাকবি শ্রী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। শঙ্খ ধ্বনিতে সূচিত হলো নবজাতকের আবির্ভাব বন্দনা। পিতা নিষ্ঠাবান তেজস্বী ব্রাহ্মণ রামদেব তর্কবাগীশ। মাতা করুণার প্রতিমূর্তি। পিতামহ বিষ্ণু সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য। বাণেশ্বরের ডাকনাম ছিল বাণু। বাণেশ্বর সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি।

বাল্যকাল থেকেই অসাধারণ মেধাবী ও অলৌকিক স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। শাস্ত্রচর্চার মাধ্যমেই কেটেছে তার ছোটবেলা। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত পুরাণ ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে তিনি আহরণ করলেন দুর্লভ সব সম্পদ। এমনই সব বিচিত্র ভাবনা, ঈশ্বরীয় অনুভূতির আকুলতায় তার হৃদয় পাত্র দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

সময়—

অসীম নীলাকাশ থেকে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বঙ্গপ্রদেশের হুগলী জেলার গঙ্গানদীর তীরবর্তী গুপ্তিপাড়ার প্রখ্যাত শোভাকর বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ইয়েছিল সমগ্র বঙ্গবাসী তিনি অতীতদিনের কোন শুভ লগ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন— এ বিষয়ে আজও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। বাণেশ্বর অবশ্য অতীতের ম্লান যুগে বাস করেননি, বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তনের সময়ে বিকাশ লাভ করেছিলেন। তবুও, তাঁর সম্পর্কিত রচনাগুলি এবং আমাদের কাছে আসা কয়েকটি ব্যক্তিগত উপাখ্যান ব্যতীত, তাঁর জীবনের ইতিহাস তৈরি করা যেতে পারে এমন কোনও উপকরণ নেই।

কিংবদন্তি অনুযায়ী, কলকাতার ষোড়-বাঙ্গালাস্থিত এক দেবমন্দিরের প্রস্তরফলকে খোদিত একটি কবিতা ছিল, যার নিচে ১১৫৩ সাল উল্লেখিত। এই কবিতাটি মহাকবি বাণেশ্বরের রচনা বলে মনে করা হয়। যদি সত্যিই এটি বাণেশ্বরের রচনা হয়, তাহলে

ধারণা করা যায় যে বাণেশ্বর দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের কার্তিকা কালীপূজোর রাতে মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার একশো আটটি শ্লোক পাঠ করে মা কালীর প্রশংসা করেছিলেন। এই সুন্দর স্তোত্র হারিয়ে যাওয়ায় কবি অনুশোচনায় রত হলে মাত্র সাত বছর বয়সী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ স্তোত্র পাঠ করে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। এজন্য ১৬৬৫ সালকে তাঁর জন্মের আনুমানিক বছর হিসেবে ধরা হয়। মৃত্যুর সঠিক সাল অজানা হলেও দীর্ঘায়ু ও পাকা বার্ধক্য পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রবল। ১৬৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করলে, বিবাদার্ণবসেতু সংকলনের সময় তিনি শতবর্ষী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

শিক্ষাজীবন—

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের শিক্ষাজীবন যেন রহস্যময় প্রভাতের মতো—যার সূর্যোদয়ের সঠিক ক্ষণ আজও ইতিহাস নির্ধারণ করতে পারেনি। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কত বয়সে বিদ্যারম্ভ করেছিলেন, কতকাল শাস্ত্রচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন, কিংবা কোন্ কোন্ শাস্ত্রে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন—তার সঠিক দলিল অদ্যাবধি অপ্রাপ্য। তবে জানা যায়, পিতার স্নেহাশ্রয়ে শিক্ষার প্রথম দীপ জ্বেলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেন। সেই প্রতিভার আভাস পেয়ে পিতা রামদেব তর্কবাগীশ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—"কালে বাণুও একদিন পণ্ডিত হবে।"

লোককথায় প্রচলিত আছে—বাণেশ্বরের বিদ্যা ছিল দৈবপ্রদত্ত। গুপ্তিপাড়ার শোভাকর বংশে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঘরে ঘরে মন্ত্রগ্রহণের রীতি ছিল। কিন্তু বাণেশ্বরের জীবনে সেই আচার পেল এক অলৌকিক মোড়। এক রাতে স্বপ্নে তিনি আদেশ পান—দক্ষিণ প্রয়াগের গঙ্গাতীরে, হুগলির ত্রিবেণীতে, খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট দেবমন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। আশ্চর্যের বিষয়, সেই দিন রজনীতে সেই বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিপরীতপ্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করেন, যেখানে বাণেশ্বরের আগমনের ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট।

স্বপ্নাদেশের এই অলৌকিক সাযুজ্য অনুযায়ী, নির্দিষ্ট তীর্থক্ষেত্রে বাণেশ্বর মন্ত্রগ্রহণ করেন এবং শুরু হয় তাঁর একাগ্র সাধনাজপ। কয়েক বছরের নিবিড় সাধনার পর তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। জনশ্রুতি মতে, এই সিদ্ধিই তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের মূল উৎস। অন্য এক মতানুসারে, টোলশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিতের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন।

স্বপ্নের আহ্বান, সাধনার তপস্যা ও শাস্ত্রচর্চার দীপ্ত স্রোত মিলেই গড়ে উঠেছিল বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের অবিনশ্বর বিদ্যাগৌরব—যা আজও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এক অলৌকিক অধ্যায় হয়ে আছে।

কুল পরিচয়—

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবারের অবদান অসামান্য। এমনই এক সৃজনশীলতার ঘরে কবির জন্ম। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এই প্রতিভা পেয়েছিলেন। হুগলি জেলার সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তিপল্লী গ্রামে, সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যাপ্রসূত শোভাকর বংশে তাঁর জন্ম। প্রাচীনকাল থেকেই রাঢ়বঙ্গের নানা অঞ্চলে চট্টবংশীয় শোভাকরদের খ্যাতি ছড়িয়ে ছিল দীপ্তির রেখার মতো।

বাণেশ্বরের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য একমাত্র ব্যক্তিগত সাধনার ফলস্বরূপ বিবেচিত নয়; এটি তাঁর কুলক্রমাগত ঐতিহ্যের পবিত্র উত্তরাধিকার। বাণেশ্বরের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামবাদীন্দ্র

কবিবক্রকৈরবরবি, যাঁর বিচারে ছিল অদ্বিতীয় সুনিপুণতা। বিচারসভায় তাঁর উপস্থিতি সিংহের ন্যায় অনুপম শোভা বহন করতো। নৈয়ায়িক বিচারকের নির্মোহ ন্যায়বিচারের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল মহাকবির হৃদয়, যাঁর সৃষ্ট কবিতায় মুগ্ধ হয়েছিল শত জনমের শ্রোতা।

তার পুত্র রাঘবেন্দ্র; তার খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। রাঘবেন্দ্রর পুত্র বিষ্ণু সিদ্ধান্তবাগীশ; ইনি পিতার নিকট মন্ত্র পেয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। বাণেশ্বরের পিতামহ বিষ্ণু সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য মহাপন্ডিত ও মহাকবি ছিলেন। এমনই তার কাব্য গুণ যাতে পাথরও গলে যায়, গজও শিরীষফুলের মতন নরম হয়ে যায়। তার খ্যাতি ও যশঃ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরেছিল। তার পুত্র বাণেশ্বরের পিতা রামদেব তর্কবাগীশ নৈয়ায়িক ছিলেন। রামদেবের দুই স্ত্রী থেকে তিন সন্তান—রামনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার (প্রথম স্ত্রীর গর্ভে), বাণেশ্বর ও রামকান্ত (দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে)—জন্মগ্রহণ করেন। রামকান্ত জ্ঞানার্জনে সফল না হলেও বুদ্ধি, বাকপটুতা ও রসিকতায় ছিলেন বিশেষ কৃতিত্বশালী।

বাণেশ্বরও তাহার পিতার নিকট অধ্যয়ন করে প্রধানত ন্যায়শাস্ত্রেই পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন। বঙ্গদেশ প্রধানত ন্যায়চর্চার পীঠস্থান, বাঙালী পন্ডিতেরা প্রধানত ন্যায়শাস্ত্রকেই প্রতিভা প্রকাশের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিল। বাণেশ্বরের পরম পাণ্ডিত্য দীর্ঘকাল তাহার অধস্তন বংশধারায় সংক্রামিত হয়েছিল। বাণেশ্বরের পুত্র হরিনারায়ণ সার্বভৌম মহাপণ্ডিত ছিলেন। হরিনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নও মহা পন্ডিত ছিলেন।

কর্মজীবন—

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অনুকরণে, চার সমাজের রত্নরাজি দিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় গড়ে তুলেছিলেন নবদ্বীপের অপরূপ দরবার—যেন বিদ্যার গঙ্গোত্রী, যেখানে প্রতিভারা মিলিত হয়ে আলো ছড়াতেন। সেই সভায়, যৌবনে পদার্পণ করেই, পাণ্ডিত্যের দীপ্তিময় মুকুট পরিধান করে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সভাকবির আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। মহারাজ তাঁকে অগাধ ভক্তি ও সম্মানে আবৃত রাখতেন; দীর্ঘকাল ধরে তিনি নবদ্বীপের গৌরবোজ্জ্বল সভায় বিদ্যার প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখলেন।

সে সময় নবদ্বীপ ছিল জ্ঞানের নগরী—উপমহাদেশের খ্যাতিমান পণ্ডিতদের সমাবেশস্থল। বাণেশ্বরের প্রতিভার দীপ্তি শুধু নদীয়ায় নয়, কলিকাতা, উড়িষ্যা, বর্ধমান—যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই পেয়েছেন রাজসম্মান ও জনভক্তি। কলকাতার মহারাজ নবকৃষ্ণদেবও তাঁর কীর্তিতে মোহিত হয়ে শোভাবাজারে এক সুদৃশ্য গৃহ প্রদান করেন, যেখানে আজও কবির বংশধরগণ গৌরবের সাথে বাস করছেন।

তবে ভাগ্যের প্রবাহ সর্বদা শান্ত নয়। কলিকাতার বসাক বংশের এক শ্রাদ্ধীয় সভায় শূদ্র সংসর্গের অভিযোগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাগভাজন হন তিনি; তার ওপর, সভাসঙ্গী ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ সেই বিচ্ছেদের আগুনে ঘি ঢালে। ফলে, নদীয়া ত্যাগ করে বাণেশ্বর মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খাঁর দরবারে আশ্রয় নেন। সেখানেও বেশিদিন মন টিকল না—শীঘ্রই বর্ধমান গমন করে মহারাজ চিত্রসেনের দরবারে প্রধান আসন লাভ করলেন।

কিন্তু চিত্রসেনের অকাল প্রয়াণ বাণেশ্বরকে আবার ভাসিয়ে দিল নতুন যাত্রায়—১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় নদীয়ায় ফিরে এলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়। কিছুদিন পর পুনরায় সেই সভা ত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণদেবের কাছে, এবং সম্ভবত

আমৃত্যু সেখানেই রইলেন।

এভাবেই জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে বাণেশ্বর প্রমাণ করে গেছেন— "বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে"—পাণ্ডিত্য সর্বত্র পূজিত হয়, আর সত্য প্রতিভা কখনও অনাদৃত থাকে না।

খ্যাতি—

জীবনের নানা ঋতু পেরিয়ে তিনি আসীন ছিলেন নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বর্ধমানেশ্বর চিত্রসেন ও কলকাতার নবকৃষ্ণদেবের রাজসভায়—যেখানে তার কাব্যধ্বনি মিশে যেত সিংহাসনের ঐশ্বর্য ও রাজস্নেহের দীপ্ত আভায়। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কলকাতার নবকৃষ্ণ দেব, বর্ধমানের চিত্রসেন ও নবাব আলীবর্দী খাঁ তাঁকে রাজস্নেহে ভূষিত করেন।

সাহিত্যকৃতি—

রত্নপ্রসবিনী বঙ্গভূমি — যুগে যুগে যার অঙ্গে অঙ্কুরিত হয়েছে কাব্যের অমল ধারা, অলঙ্কৃত হয়েছে মহামানব কবিদের পদচিহ্নে। সেই রত্নভাণ্ডারের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন হলেন শ্রী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার — সংস্কৃত ভাষার অপরূপ কারিগর, শব্দের অলঙ্কারশিল্পী, ছন্দের ভাস্কর। তাঁর একাধিক কীর্তি আজও সরস্বতী সভামণ্ডপে পুষ্পমালার মতো সুবাস ছড়িয়ে আছে।

বাণেশ্বরের সাহিত্যসাধনার আকাশে প্রথমেই দীপ্তিময় হয়ে ওঠে চিত্রচম্পূ, বিবাদার্ণবসেতু, রহস্যামৃতম্— যাদের পটে মিশে আছে কল্পনার রঙ ও পাণ্ডিত্যের সুষমা। তাঁর চন্দ্রাভিষেক প্রভৃতি রচনায় ফুটে উঠেছে শিল্পের মাধুর্য, ভাবের গাম্ভীর্য ও রূপের কোমলতা। গদ্যকে তিনি করেছেন প্রাণবন্ত, গতিময়; গতির স্রোতের মধ্যে বুনেছেন অনাবিল ছন্দ, যেমন নির্জন জলাভূমি রূপান্তরিত হয় নন্দনকাননে।

সংস্কৃতবিদ্বান্, শিষ্য ও শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি রচনা করেছেন বহু গ্রন্থ, যেগুলি আজও জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়ে রাখছে। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত তাঁর নটি কাব্য ও গ্রন্থ — চিত্রচম্পূ, বিবাদার্ণবসেতু, রহস্যামৃতম্, তারাস্তোত্রম্, হনুমতস্তোত্রম্, দেবীস্তোত্রম্, কাশীশতকম্, শিবশতকম্, এবং চন্দ্রাভিষেক — সংস্কৃত সাহিত্যের ভুবনে যেগুলি চিরকাল দীপশিখার মতো জ্বলতে থাকবে।

চিত্রচম্পূ—

চিত্রচম্পূই সম্ভবত বাণেশ্বরের প্রথম রচনা। বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ চিত্রসেনের আদেশে ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে এই মনোহর চম্পূ গ্রন্থ রচিত হয়। মহারাজ চিত্রসেনের স্বপ্ন বৃত্তান্তই চিত্রচম্পূর মূল বিষয়। এতে চিত্রসেন সম্পর্কে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই বইটিতে বর্গীর হাঙ্গামার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে মারাঠাদের ভয়ে পলাতক বাঙালি নর-নারীর দুর্দশার কথা কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তার সংস্কৃত কাব্য চিত্রচম্পূতে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রচম্পূ কাব্যটি একাধারে ইতিহাস ও ভূগোল।

চন্দ্রাভিষেক—

বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকের অনুকরণে চন্দ্রাভিষেক নাটকে শ্রী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের বৃত্তান্ত সপ্তাঙ্কে কীর্তিত করেছেন। রূপ রস বর্ণ গন্ধময় জগৎ-জীবন কবি যেভাবে দেখেছেন, যেভাবে অনুভব করেছেন, সেই চোখে দেখা এবং অনুভূতি যোগে দেখা- এই যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি তার নাটককে রসাপ্লুত করেছে। কবির চরিত্র চিত্রনের দক্ষতা অসাধারণ। বৈদর্ভী রীতি, অলংকারের সুষমা, ছন্দের ঝংকার, ভাব ও ভাষার

সমন্বিত তাৎপর্য— নাটকটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

রহস্যামৃতম্—

পাথুরী ঘাটার ঘোষ বংশীয় বিখ্যাত দেওয়ান রামলোচন ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাধু চরিত্র কৃপারাম ঘোষের অনুরোধে কাশিধামে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কুমারসম্ভবের বৃত্তান্ত প্রসারণ করিয়া বাণেশ্বর এই মহাকাব্যে শিব পার্বতীর বিবাহ থেকে শুরু করে কাশীতে অধিষ্ঠান পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। শৃঙ্গাররস প্রধান এই কাব্যে নায়ক দেবাদিদেব মহাদেব, নায়িকা জগৎ জননী মাতা পার্বতী। এই মহাকাব্যে রতি বিলাপ, উমা তপস্যা ও মহাদেবের আবির্ভাব কাহিনী, বিবাহ উৎসবের অঙ্গীভূত মহাভোজন বর্ণিত ।

"যত্রান্নপূর্ণা বিবিধান্নপূর্ণা-
মাধারধারাং রচয়াঞ্চকার।
পদ্মা স্বয়ং যত্র চ চারুরূপান্
সুপানপূপান্ রসপূর্ণকূপান্॥" ১৯/ ১২

বিবাদার্ণবসেতু—

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা বাংলা অধিকার করে নেয়, সে সময় নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইংরেজদের একজন প্রধান সহায়। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত। সুতরাং বাণেশ্বর ইংরেজদের বন্ধু হয়ে উঠলেন।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ ওয়ারেন হেস্টিং গভর্নর হয়ে আসলে তিনি অভিন্ন দেওয়ান বিধির জন্য ১১ জন সংস্কৃত পন্ডিতের সহায়তা প্রার্থনা করলেন। এই ১১ জনের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য পন্ডিত শ্রী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। যথাক্রমে তারা হচ্ছেন- রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার, সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ ও শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত।

ওয়ারেন হেস্টিংস ১১ জন পণ্ডিতের সাহায্যে বিবাদার্ণবসেতু নামে বিরাট ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ রচনা করান। এই বইটি ব্রিটিশ আমলে হিন্দু আইনের আদিগ্রন্থ এবং দীর্ঘকাল সুপ্রীম কোর্টের একমাত্র আইনগ্রন্থ ছিল। হ্যালহেড এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদের নাম A Code of Gentoo Law, যা ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাণেশ্বর শুধুই কবিতা লিখতেন তা নয়, স্মৃতিশাস্ত্রেও তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

তারাস্তোত্রম্—

বিশ্বের বীজ স্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি মায়ের মহিমা ও বিভীষনা মূর্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বাণেশ্বর চমৎকৃত পদমাধুর্য প্রদর্শন করেছেন। তারাস্তোত্রে মায়ের নামাবলী কীর্তিত হয়েছে। কবির শব্দ নির্বাচন নৈপুণ্যও বিশেষ প্রশংসনীয়। স্তোত্রটিতে ৪২ টি শ্লোক আছে। স্তোত্রটি গীতি ছন্দে রচিত। যমক ও অনুপ্রাসের মনিকাঞ্চন সংযোগও আছে। শান্তরস প্রধান এই স্তোত্রটি গীত হলে কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করে। তারাস্তোত্রম্ পাঠে ও শ্রবণে ভক্ত হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধি হয়। হৃদয়ের কোমল ভাবের অভিব্যক্তিতে, ভাষার সরসতায় এই স্তোত্রটি উৎকৃষ্ট।

"হিমগিরিকন্যে, মহিমবরেণ্যে, প্রণতবদান্যে গুণধন্যে।
ময়ি হতপুণ্যে, পরমজঘন্যে, ত্রিজগদ্ধন্যে কলয় দৃশম্॥"১০॥

কাশীশতকম্—

কাশীশতকম্ ১০১ শ্লোকে রচিত একটি খণ্ড কাব্য। মোক্ষদায়নি কাশীপুরীর অপূর্ব মহিমা ও প্রধান দেবতাগুলির বর্ণনা কাশীশতকমে স্থান পেয়েছে। শ্লোকগুলিতে ভক্ত হৃদয়ের নিষ্ঠা ব্যাকুলতা গভীর বিশ্বাস ও নির্ভরতা আছে। কাশিনগরীর বর্ণনায় কবি মনোজ্ঞ চিত্রকল্প উপহার দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মানব মনের উপর কাশীধামের প্রভাব যে কতখানি তাও তিনি রূপে রসে রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাশী তত্ত্বময়ী, সদা শিবময়ী, জ্যোতির্ময়ী, চিন্ময়ী। রচনা লালিত্য সরলতা ও স্বচ্ছতা হৃদয়গ্রাহী। কাশীশতকমে কবি যেন সব ভুলে প্রকৃতি ও প্রেমের লীলায় বিভোর হয়েছেন।

দেবীস্তোত্রম্—

দেবীস্তোত্রমে ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, শূন্যে অবস্থানকারী, সর্পমালাবেষ্টিত জটাজূটধারিনী শঙ্করহৃদি বিলাসিনী, সংসাররূপ অন্ধকারনাশী, জ্যোৎস্নাস্বরুপা, জগদীশ্বরী, শুভদায়িনী, উগ্ররূপা, মঙ্গলময়ী, চরাচরের ভয় নাশিনী, মহা দুঃখ বিনাশিনী, অন্যায় নিবারণকারিনী, জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় নিপুণা - ভবানীর বর্ণনা আছে। বাণেশ্বরের দেবীস্তোত্রমে ৪৬টি শ্লোক সমন্বয়ে যমক ও অনুপ্রাসের অনুপম ঝংকারে, পদসৌষ্ঠবে ভক্তিরস ও মন্দাকিনীর প্লাবন বয়েছে।

হনুমৎস্তোত্রম্—

ত্রিলোকতিলক, রঘুনন্দন প্রিয়চর, ত্রিভুবন পরিত্রাণরসিক, করুণা সাগর, পবন নন্দন, বজ্রাঙ্গযুক্ত, বজ্র বৈদুর্যকান্তি যুক্ত, ইন্দ্রপুত্র বালীর সহোদর, সুগ্রিবের প্রিয় সচিব, বজ্রের ন্যায় বেগবান, শরণাগতজনের দুঃখনাশন, ভক্তগণের অভীষ্ট ফলদাতা মারুতির প্রশস্তি আছে হনুমৎস্তোত্রমে।

শিবশতকম্—

শিবশতকমে পঞ্চবদন, ভূতনাথ, ত্রিপুরারি, পশুপতি, শ্যামকণ্ঠ, মহাভূতাত্মা, পূর্ণানন্দময়, গৌরীপতি, শ্বেতদ্বীপের অধিপতি, জগদাত্মা, সংসারসাগরের কান্ডারী, দুঃখনাশকর্তা, প্রণবস্বরূপ, ত্রৈলোক্যনাথ, কাশীনাথ, কৃপাসাগর, সূর্য-চন্দ্র -অগ্নি যার নেত্রত্রয় সেই দেবাধিদেব ভূতপতি মহাদেবের বর্ণনা আছে। ৬০টি শ্লোকে রচিত শিবশতকমে শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য আছে। ভাবে রসে ভাষায় ছন্দে শব্দে অর্থে চিত্রে বিচিত্র লহরীমালায় শিবস্তোত্রম্ উচ্ছলিত।

"কঙ্কালোৎকর কালকূটকবল ক্রুদ্ধোরুকাকোদর
স্তোমালঙ্কৃতকণ্ঠকর্ণ সকলাকান্তার্ধকান্তাকৃতে।
ক্রীড়ৎ কুণ্ডলিকুণ্ডলোজ্জ্বলতনো কন্দর্পদর্পান্তক
ক্রূরং মাং কৃপণং করালকলুষৈঃ ক্রান্তং কৃতার্থীকুরুণা।।৩।।"

পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার দীপশিখা—

বিষয় দর্শন মুহূর্তেই অক্লেশে অনুপম শ্লোকাদি রচনা করা সাধারণ কর্ম নয়। বাণেশ্বর উপস্থিত কবিত্ব বিষয়ে এ দেশে অদ্বিতীয় ছিলেন। বাণেশ্বরের উপস্থিত বক্তৃত্ব অধিকতর প্রশংসনীয়। একদা তরণীযোগে বাণেশ্বর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত ভাগীরথী নদীতে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়ার সময়, ত্রিবেণী অতিক্রম করে রাজা বিদ্যালঙ্কারকে জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয় ভাগীরথীকে এস্থানে এত মন্দগামিনী দেখাচ্ছে কেন? তার উত্তরে বাণেশ্বর বলিলেন—

"সগরসন্ততিসন্তরণেচ্ছয়া
প্রচলিতাতিয়বেন হিমালয়াৎ।
ইহ মন্দমুপৈতি সরস্বতী-
যমুনযোর্ব্বিরহাদিব জাহ্নবী।।"

কি অসাধারণ কবিত্ব! কি আশ্চর্য পদ রচনা! কি অদ্ভুত শক্তি! এমন বিশুদ্ধ ভাব সমন্বিত ললিত কবিতা, এমন গুণ-মাধুর্যতা দীর্ঘকাল চিন্তার পরেও সুকবির মুখ থেকে নির্গত হয় কিনা সন্দেহ!

বর্ণনার ভাণ্ডার, বর্ণনার প্রাণবন্ততা, শুদ্ধ ও বিদগ্ধ শব্দচয়ন, মার্জিত ও করুণ ছন্দের অধিকার লেখককে কবি হিসেবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করে। উপমা প্রয়োগে তিনি অনন্যসাধারণ, ভাষা ব্যবহারে তিনি মৌলিকত্বের সন্ধানী। কাব্য ভাবনায়, কাব্যাঙ্গিকে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, জয়দেব, ভবভূতির কাব্যকানন থেকে পুষ্পচয়ন করে যে কাব্য কাঞ্চনমালা রচনা করেছিলেন তা ভাবে ও সৌন্দর্যে রসময়। তার প্রতিভা ছিল সদর্থে এক উল্কার মতো- যেমন তার উজ্জলতা তেমনি তার ঐশ্বর্য।

উপসংহার—

মহাকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ছিলেন এক অনন্য আলোকবর্তিকা, যাঁর কাব্য ও পাণ্ডিত্যসমৃদ্ধ সাহিত্য এক যুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার অপূর্ব প্রতিফলন। শিল্প, ইতিহাস ও ধর্মের সুষম মেলবন্ধনে রচিত তাঁর রচনা সাহিত্যজগতে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সাহিত্যের বহু শাখায় স্বাধীন বিচরণ ও সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শন করে তিনি বহুমাত্রিক রচনা শৈলীর এক বিরল প্রতিভা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, সংগীত, ছন্দ, ব্যাকরণ ও রাজনীতিশাস্ত্র—এসব বিদ্যার পরিধিতে তাঁর নিপুণ অভিজ্ঞান ও স্বচ্ছন্দ বিচরণশীলতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ভাবের গভীরতা, শব্দচয়নের নিপুণতা, ছন্দের সুষমা এবং চিরন্তন সৌন্দর্যের অনবদ্য চিত্রায়ণে কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য বাংলার কবিতার মহাসমুদ্রে মৃত্যুঞ্জয়ী এক দীপ্তিমান নক্ষত্ররূপে অমর হয়ে আছেন।

বিস্মৃতির ধূসর কুয়াশা পেরিয়ে, আজ আবার জেগে ওঠে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের অমর প্রতিভার দীপশিখা। অতীতের ধুলোমাখা পুঁথির ভাঁজ থেকে ভেসে আসে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের অক্ষয় শব্দধ্বনি। তিনি কেবল রাজসভা অলংকৃত কবি নন—তিনি ছিলেন চিন্তা ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যাঁর আলো একদিন নদীয়া থেকে উড়িষ্যা, কলকাতা থেকে বর্ধমান—সবখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। কালচক্রের নির্দয় ঘূর্ণিতে হারিয়ে গিয়েছিল বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের অমলিন নাম।

আজ যখন বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য এক নতুন দিগন্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন বাণেশ্বরের পুনরাবিষ্কার মানে কেবল অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা নয়, ভবিষ্যতের প্রতি অঙ্গীকার। বিস্মৃতপ্রায় এই মহাকবিকে ফিরিয়ে আনা মানে আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মূলে নতুন জলসিঞ্চন—যা আবারও ফুটিয়ে তুলবে সৃষ্টির অক্ষয় পুষ্প।

বিস্মৃতির গহ্বর ভেদ করে যখন আলো জ্বলে ওঠে, তখনই ইতিহাস নতুন করে লেখা হয়—আর বাণেশ্বরের নাম সেই ইতিহাসের সোনালি অক্ষরে খোদাই হয়ে থাকবে। বাণেশ্বরের পুনর্জাগরণই হবে আগামী দিনের সাহিত্য রেনেসাঁসের প্রথম প্রভাতরেখা। বাণেশ্বর তাই শুধু অতীতের গর্ব নন, তিনি আমাদের বর্তমানের প্রেরণা, আর আগামী

দিনের পথপ্রদর্শক। তাঁর আলোকরেখা আমাদের সাহিত্য আকাশে জ্বলে থাকবে যুগ যুগান্তর।

Bibliography

- শ্রী রামচরণ চক্রবর্তী , চিত্রচম্পূ, বারাণসী, ১৮৬২ শকাব্দ।
- শ্রী কালীময় ঘটক, চরিতাষ্টক, শ্রীযুক্ত এইচ এম মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি, সন ১২৮৯
- হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৫০
- A Code of Gentoo Laws, Translated by Nathaniel Halhed, London: 1776
- বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, নবদ্বীপের সভাকবিগণ, ১৯৪৭
- কালিকানন্দ তর্কভূষণ, বাঙলার সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা
- শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, বর্ণনার শিল্প ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ১৯৬৪

Journal

- শ্রী উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৯ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৪৯

——